বাংলাদেশ এ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ সার্ভিস এসোসিয়েশন বার্ষিক সম্মেলন ২০১৭

ভাষণ

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী

শেখ হাসিনা

২৭ জুলাই ২০১৭, বৃহস্পতিবার, বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্র, ঢাকা

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম

সম্মানিত সভাপতি,
সহকর্মীবৃন্দ,
বাংলাদেশ এ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ সার্ভিস এসোসিয়েশনের সদস্যবৃন্দ,
এবং উপস্থিত সুধিবৃন্দ,

আসসালামু আলাইকুম ও শুভ সন্ধ্যা।

বাংলাদেশ এ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ সার্ভিস এসোসিয়েশনের বার্ষিক সম্মেলনে উপস্থিত সকলকে আমি আন্তরিক শুভেচ্ছা জানাচ্ছি।

আমি গভীর শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করছি, সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে। যাঁর বলিষ্ঠ নেতৃত্বে আমরা অর্জন করেছি মহান স্বাধীনতা। স্মরণ করছি, জাতীয় চারনেতা, মহান মুক্তিযুদ্ধের ৩০ লাখ শহিদ ও ২ লাখ নির্যাতিত মা-বোনকে।

মহান স্বাধীনতা যুদ্ধে এ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ সার্ভিসের অনেক সদস্য শহিদ হয়েছেন। অনেকে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে অবদান রেখেছেন। তাঁদের সকলকে আমি স্মরণ করছি ।

'বাংলাদেশ এ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ সার্ভিস এসোসিয়েশন' প্রশাসন ক্যাডারের কর্মকর্তাদের ঐক্য ও সহমর্মিতার সংগঠন। সরকারের উন্নয়ন কর্মকান্ডের বিশ্বস্ত সহযোগী হিসেবে এ সংগঠন সক্রিয় ভূমিকা পালন করছে। এ বার্ষিক সম্মেলন মতবিনিময়ের একটি সুযোগ সৃষ্টি করেছে। প্রশাসনের সকল স্তরের কর্মকর্তাদের উপস্থিতি অনুষ্ঠানে বিশেষ মাত্রা যোগ করেছে, যা প্রশাসনের কেন্দ্র ও মাঠ পর্যায়ের কর্মকর্তাদের সরকারের সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নেও অনুপ্রাণিত করবে।

এ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ সার্ভিস এর সদস্যবৃন্দ,

পাকিস্তান আমলে সামরিক-বেসামরিক বৈষম্য ছিল পাহাড়সম। উচ্চপদে বাঙালিদের সংখ্যা ছিল খুবই কম। অথচ পূর্ব পাকিস্তান থেকে অর্জিত আয়েই পশ্চিম পাকিস্তানের উন্নয়ন কার্যক্রম সম্পন্ন হত। জাতির পিতা এসকল বৈষম্যের বিরুদ্ধে দীর্ঘ ২৩ বছর সংগ্রাম করেছেন। জেল-জুলুম অত্যাচার সহ্য করেছেন।

তিনি স্বাধীনতার পর যুদ্ধবিধ্বস্ত বাংলাদেশের পুনর্গঠনে হাত দেন। মাত্র সাড়ে তিন বছরে ধ্বংসস্তুপ থেকে তুলে এনে দেশকে একটি দৃঢ় ভিত্তির উপর দাঁড় করেছিলেন। কিন্তু ১৯৭৫ সালের ১৫ই আগস্ট সপরিবারে জাতির পিতাকে নির্মমভাবে হত্যা করা হলে থেমে যায় বাংলাদেশের অগ্রযাত্রা।

আমরা ১৯৯৬ সালে সরকার গঠন করে জাতির পিতার প্রদর্শিত পথে দেশের উন্নয়ন কাজ বাস্তবায়ন শুরু করি। ২০০৯ সালে পুনরায় সরকার গঠন করে আমরা পরিকল্পিত উন্নয়ন কার্যক্রম হাতে নিই। আমাদের গৃহীত পরিকল্পনা ও বিভিন্ন কার্যক্রমের ফলে দেশ আজ খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণ। শিক্ষার হার ৭১%। দেশি-বিদেশি বিনিয়োগ, রপ্তানি ও প্রবাসী আয় বৃদ্ধি পেয়েছে। মানুষের জীবন-মানের উন্নতি হয়েছে। মাথাপিছু আয় ১ হাজার ৬০২ মার্কিন ডলার। দারিদ্র্যের হার হ্রাস পেয়ে ২২ শতাংশে নেমে এসেছে। সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনী সারাদেশে প্রসারিত হয়েছে। একটি মানুষও যাতে গৃহহীন না থাকে সেজন্য আমরা আশ্রয়ন প্রকল্পের মাধ্যমে গৃহ নির্মাণ করে দিচ্ছি। আঞ্চলিক বৈষম্য কমেছে। নিশ্চিত হয়েছে খাদ্য নিরাপত্তা। গ্রামীণ অর্থনীতিতে ব্যাপক পরিবর্তন এসেছে।

বিদ্যুৎ উৎপাদন ক্ষমতা ১৫ হাজার ৭২৬ মেগাওয়াটে উন্নীত হয়েছে। বর্তমানে বিদ্যুতের সুবিধাভোগী ৮০ শতাংশ মানুষ। শুধু তাই নয়, 'অর্থনৈতিক অঞ্চল নীতি ২০১৪' প্রণয়ন করা হয়েছে। বাংলাদেশে ১০০টি অর্থনৈতিক অঞ্চল গড়ে তোলা হবে। ফলে, অতিরিক্ত ৪০ বিলিয়ন মার্কিন ডলার রপ্তানি আয় বৃদ্ধি পাবে। কর্মসংস্থান হবে আরও প্রায় ১ কোটি মানুষের।

Price Water House Coopers- এর প্রতিবেদন অনুযায়ী ২০৫০ সাল নাগাদ বাংলাদেশ হবে বিশ্বের ২৩তম বৃহৎ অর্থনীতির দেশ। বর্তমান অবস্থান ৩৮। ইতোমধ্যেই আমরা নিম্ন মধ্যম আয়ের দেশে পরিণত হয়েছি।

তথ্য-প্রযুক্তির মাধ্যমে জনগণের দোরগোড়ায় সরকারি সেবা প্রদানে সাফল্যের স্বীকৃতিস্বরূপ ইন্টারন্যাশনাল টেলিকমিউনিকেশন ইউনিয়ন (I.T.U.) বাংলাদেশকে ২০১৪ সালের ''ওয়ার্ল্ড সামিট অন ইনফরমেশন সোসাইটি'' পুরস্কারে ভূষিত করেছে। অবাধ তথ্য প্রবাহ জনগণের ক্ষমতায়ন ও সুশাসনের পূর্বশর্ত। তাই 'তথ্য অধিকার আইন ২০০৯' প্রণয়ন করা হয়েছে। জনপ্রশাসনে স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা ও অবাধ প্রতিযোগিতা নিশ্চিত করতে Electronic Government Procurement (e-GP) চালু করা হয়েছে। এসবই সম্ভব হয়েছে আপনাদের সকলের সম্মিলিত প্রচেষ্টায়।

'ডিজিটাল বাংলাদেশ' বিনির্মাণে সরকারের পাশে থেকে আপনারা আন্তরিকতার সঙ্গে কাজ করে চলেছেন। ডিজিটাল বাংলাদেশ বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে তৃণমূল পর্যায়ের জনগণের কথা মাথায় রেখে ২০১০ সালের ১১ নভেম্বর উদ্বোধন করা হয় 'ইউনিয়ন কেন্দ্রিক তথ্য ও ডিজিটাল সেন্টার' যা 'ইউ.ডি.সি.' হিসেবে পরিচিত। এ সকল ডিজিটাল সেন্টার স্থাপনে জেলা প্রশাসকের নেতৃত্বে প্রশাসনের কর্মকর্তারা অক্লান্ত পরিশ্রম করেছে। গ্রামীণ জনগোষ্ঠী এসব সেন্টার থেকে প্রায় ৬ প্রকার অনলাইন ও অফলাইন সেবা পাচ্ছেন। মোবাইল ফোন গ্রাহকের সংখ্যা ১৩ কোটি ও ইন্টারনেট ব্যবহারকারীর সংখ্যা ৬ কোটি ৭২ লাখে উন্নীত হয়েছে।

জনগণের হাতের মুঠোয় তথ্য পৌঁছে দেওয়ার লক্ষ্যে ২৭ হাজার অফিসের পোর্টাল সম্বলিত বিশ্বের সর্ববৃহৎ তথ্য পোর্টাল 'জাতীয় তথ্য বাতায়ন' করা হয়েছে। প্রশাসন ক্যাডারের সকল পর্যায়ের কর্মচারীদের নিরন্তর পরিশ্রমের ফসল এ 'জাতীয় তথ্য বাতায়ন'।

প্রাতিষ্ঠানিক জবাবদিহিতা নিশ্চিতকরণ ও নির্দিষ্ট সময়ে কর্ম সম্পাদনের লক্ষ্যে সকল মন্ত্রণালয়/বিভাগ ও দপ্তর/সংস্থার বার্ষিক কর্ম সম্পাদন চুক্তি সম্পাদন ও মূল্যায়ন করা হচ্ছে। আপনাদের মাধ্যমেই জনগণের তথ্য অধিকার প্রতিষ্ঠায় সকল সরকারি দপ্তরে 'স্বপ্রণোদিত তথ্য প্রকাশ নির্দেশিকা প্রণয়ন সহায়ক' তৈরির উদ্যোগ গ্রহণ করা হবে।

দেশের ৬৪টি জেলা, ৮টি বিভাগীয় কমিশনার অফিস, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগসহ ১৪টি মন্ত্রণালয় এবং ৩টি অধিদপ্তরে ইলেক্ট্রনিক ফাইলিং সিস্টেম বাস্তবায়ন করা হয়েছে। বর্তমানে প্রায় ২৩ হাজার ৩৩১টি স্কুলে মাল্টিমিডিয়ার মাধ্যমে ক্লাস পরিচালিত হচ্ছে। এ কার্যক্রমে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে নেতৃত্ব দিয়েছেন আপনারাই।

ডিজিটাল বাংলাদেশ বিনির্মাণে অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ ২০১১ সালে একজন জেলা প্রশাসক, ৩ জন অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক ও ৩ জন উপজেলা নির্বাহী অফিসার জাতিসংঘের মহাসচিব বান কি মুন-এর হাত থেকে পুরস্কার গ্রহণ করেছেন।

আমি আনন্দিত যে, জনগণকে স্বল্প সময়ে, কম ব্যয়ে এবং বিনা ভোগান্তিতে সেবা দিতে প্রশাসন ক্যাডারের নেতৃত্বে মাঠ এবং মন্ত্রণালয় পর্যায়ে গড়ে তোলা হয়েছে ইনোভেশন টিম। আপনাদের কর্মপ্রয়াস বাস্তবায়নে a2i (এটুআই) থেকে প্রদান করা হচ্ছে ইনোভেশন ফান্ড।

আপনাদের কাজের গতিকে ত্বরান্বিত করতেই জনপ্রশাসন পদক প্রবর্তন করা হয়েছে। যথাসময়ে পদোন্নতির ব্যবস্থা করা হচ্ছে। বিভিন্ন মন্ত্রণালয় ও বিভাগে সিনিয়র সহকারী সচিব থেকে তদুর্ধ্ব নতুন পদ সৃষ্টি করা হয়েছে।

ইতোমধ্যেই আমি পদোন্নতি প্রদানের ক্ষেত্রে যেকোন সমস্যা এবং আইনি বাধাসমূহ নিষ্পত্তি করে প্রশাসনসহ সকল ক্যাডারের কর্মকর্তাদের পদোন্নতির ব্যবস্থা করার নির্দেশনা দিয়েছি।

কর্ম সম্পাদনের মান ও মাত্রাকে বস্তুনিষ্ঠ এবং ফলাফলভিত্তিক করার উদ্দেশ্যে 'কর্মকৃতি ভিত্তিক মূল্যায়ন পদ্ধতি' (Performance Based Evaluation) চালু করার অনুমোদন দিয়েছি। সরকারি কর্মচারীদের জীবন-যাত্রার মান আরও উন্নত করার লক্ষ্যেই নতুন বেতন স্কেলে সর্বোচ্চ ১২২ শতাংশ পর্যন্ত বেতন-ভাতা বৃদ্ধি করা হয়েছে।

সরকারের রূপকল্প-২০২১ এবং রূপকল্প-২০৪১ বাস্তবায়নের জন্য সরকারি কর্মকর্তাদের সর্বোচ্চ শ্রম, মেধা ও নতুন নতুন উদ্ভাবনী চিন্তা-চেতনা প্রয়োগ করার আহ্বান জানাচ্ছি। দ্রুত, স্বল্পতম সময়ে এবং কোন হয়রানি ছাড়া সরকারি সেবা প্রাপ্তির অধিকার প্রত্যেক নাগরিকের রয়েছে- এ কথাটি সর্বদা স্মরণ রাখতে হবে। এক্ষেত্রে এ এসোসিয়েশন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারে।

আমি আশা করি, বাংলাদেশ এ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ সার্ভিস এসোসিয়েশনের সদস্যরা দেশপ্রেম, সততা, আন্তরিকতা ও নিষ্ঠার সাথে অর্পিত দায়িতব পালন করবেন। দেশের যে কোন চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় নিজেকে সর্বদা প্রস্তুত রাখবেন।

আসুন, আমরা সবাই মিলে রূপকল্প ২০২১ এবং রূপকল্প ২০৪১ বাস্তবায়নের মাধ্যমে একটি সুখী, সমৃদ্ধ-উন্নত বাংলাদেশ গড়ে তুলি। সবাইকে ধন্যবাদ জানিয়ে শেষ করছি।

খোদা হাফেজ।

জয়বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু

বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

...